❖ গীতিকবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকাব্যের একজন সচেতনতম প্রথম কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁর আদর্শ ও মানসিকতা বাংলা কবিতায় বহুল পরিমাণে কার্যকর হয়েছে একথাও অনস্বীকার্য। গীতি কবি বিহারীলাল মহাকাব্যের যুগে সর্বপ্রথম গীতি কবিতার প্রতি সর্বাত্মক ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তার মধ্যে গীতিকবিতা না মহাকাব্য কোনটি তাকে অধিকতর প্রেরণা দেয় তা নিয়ে তাঁর নিজেরও একটা বিরাট সংশয় ছিল। তাঁর মহাকাব্যেও গীতি রসের অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাকাব্য রচনার যুগে তিনি নিজের মনে কাব্য লক্ষ্মীর সুর সাধনা করেছেন। এই যে বাংলা কাব্যের পালা বদলের ইতিহাস, এর প্রধান সূত্রাকার কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় গীতি কবিতায় অবতীর্ণ হয়ে যেন তাঁর সূত্রেরই ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভক্তশিষ্য তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম যৌবনের কোন কোন রচনায় সরাসরি ভাবে তার কাব্যধারার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

গীতিকবি বিহারীলাল এর" নিসর্গ সন্দর্শনে" (১৮৭০) জড় প্রকৃতির একটি প্রাণময় পরিচয় ফুটে উঠেছে যার অভিনবত্ব সহজেই অনুধাবন করা যাবে। কবি বিহারীলাল আত্ম ভাব প্রধান গীতিকাব্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন। বিহারীলাল কে উনিশ শতকের গীতিকাব্যের জনক বলা হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিহারীলাল কে তাঁর গুরু বলে মান্য করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। নতুন গীতি শাখারএক অভিনব যুগ সৃষ্টি করলেও বিহারীলাল সেই যুগের গীতিকাব্যে তোর পুরুষ হতে পারেননি। তাঁর মধ্যে গীতিকাব্যের নব সম্ভাবনা মুকুলিত হয়েছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, তা পুষ্টিত হয়ে উঠল। আধুনিক গীতি কাব্যের পুরচারী হিসেবে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী চিরদিনই শ্রদ্ধা লাভ করবেন।।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:-

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত:- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস:- সুকুমার সেন।